প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কালিদাসের শকুন্তলা সম্পর্কে গেটের মন্তব্যের মর্ম সারটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

'শকুন্তলা' নাটকের আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের নতুন এক দৃষ্টি বলা চলে। পাশ্চাত্য মহাকবি গেটে প্রাচ্য মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটক পড়ে চার পঙক্তির একটি শ্লোকে যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার মর্মব্যাখ্যা করেছেন। গ্যেটে বলেছেন–

"যদি কেউ বসন্তের ফুল এক, শরতের ফল লাভের ইচ্ছা করে, কেউ–যদি স্বর্গ ও মর্ত্যকে একত্রে দেখতে চায়– তবে শকুন্তলায় তা পাওয়া যাবে।"

এই কথাটি শুধু মনের আবেগ প্রকাশ নয়, এ হল রসজ্ঞের বিচার, এখানে শকুন্তলার মর্মবাণী উদঘাটিত হয়েছে। একটি প্রদীপ যেমন ঘরের অন্ধকারকে দূর করে উদ্ভাসিত হয়, এই শ্লোকটিও তেমনি শকুন্তলা নাটকের ভাবসত্যটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

রসজ্ঞ গেটের শ্লোকটির মধ্য দিয়ে শকুন্তলার যে বিশেষত্ব নির্দেশিত হয়েছে সেটি এই– শকুন্তলার মধ্যে একটা গভীর পরিনতির ভাব আছে, সে পরিনতি ফুল থেকে ফলে পরিনতি, মর্ত্য থেকে স্বর্গে পরিনতি, স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি। সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে একটি পূর্ব মেঘ ও একটি উত্তর মেঘ আছে। পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে পর্যটন করে উত্তর মেঘে অলকাপুরীর নিত্য সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হতে হয়। তেমনি শকুন্তলায়ও একটি পূর্ব মিলন ও একটি উত্তর মিলন আছে। প্রথম অঙ্কের সেই চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্ব মিলন থেকে স্বর্গ তপোবনে শ্বাশ্বত আনন্দময় উওর মিলনে যাত্রাই কালিদাসের 'অভিজ্ঞান–শকুন্তলম' নাটক।

রবীন্দ্রনাথের মতে শকুন্তলা নাটকে একটি সুপরিকল্পিত আরম্ভ ও পরিনাম আছে। কবি কালিদাস সুন্দরকে আশ্রয় করে তাঁর সাহিত্যগুণ প্রকাশ করে, পরিণামে শিব সুন্দরকে একত্রে মিলিয়েছেন। এই নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের মূলভাবটি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তার প্রথম অংকে দুষ্মন্ত শকুন্তলার তপোবনে সাক্ষাৎ এবং পারস্পরিক অনুরাগের আদান প্রদান। নর-নারীর এই পারস্পরিক আকর্ষণ

সার্বজনীন ও চিরন্তন। ইহা রূপমোহ ও দেহ কেন্দ্রিক বাসনার অধীন। অথচ এই পৃথিবীতে ইহাই মধুরতম এবং সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহের মধ্যে এই প্রথম প্রণয়ের কুসুমারম্ভ। তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের গোপন মিলনে প্রণয়েরই বিকাশ দেখানো হয়েছে। গেটে একেই তরুণ বৎসরের ফুল ও মর্ত্যের পরম রমণীয় সম্পদ বলেছেন।

ফুল ও ফল পরস্পর আপাত বিরোধী বস্তু। কালিদাস অপূর্ব শিল্প কৌশলে এই দুই বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সমন্বয়ে ঘটিয়েছেন। সেই সমন্বয়ে একটি পরিণতির ভাব রয়েছে। এখানে ফুলের পরিণতি হল ফল। সুন্দর ফুল সকলেরই প্রিয়, রূপের এবং সৌরভের জন্য ফুল আদৃত, কিন্তু সেই ফুল যদি পরিনামে ফলে না পরিণত হয় তবে ফুলের বিকাশ নিরর্থক। তাই ফুল হল রূপসুন্দর, আর ফল হল মঙ্গল সুন্দর। অপরপক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্য পরস্পর আপাত বিরোধী। পৃথিবী মোহ ও মাদকতায় ভরা, মাধুর্য ও সৌন্দর্যের আকর। কিন্তু মর্ত্য জীবনের কামনা-বাসনা ও মোহ মাদকতাই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়। মর্ত্যের এই সুখ ক্ষণস্থায়ী, এখানকার পিপাসার তাই নিভৃত হয় না। বাসনা তাড়িত মানব জীবনে তাই চিরতৃপ্তি পাওয়া যায় না। স্বর্গের মতো অমর সৌন্দর্য এবং শাশ্বত মাধূর্য পৃথিবীতে নেই। তাই মর্ত্যের প্রেম ভোগমত্ত, স্বর্গের প্রেম কল্যাণপ্রদ। শকুন্তলা নাটকে প্রথমে দেহ কামনার রতি এবং শেষে আত্মিক আকর্ষণের আরতি ফুটে উঠেছে। একদিকে ফুলের মদির গন্ধ, অন্যদিকে ফলের সঞ্জীবনী শক্তি, একদিকে মর্ত্যের মোহবিভ্রমের অবিলতা, অন্যদিকে স্বর্গের গ্লানিহীন অমৃত মাধুরী নাটকটিকে অনন্য মর্যাদা দান করেছে।

শকুন্তলা নাটকে মর্ত্য থেকে স্বর্গের উত্তরণ আছে- শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কালিদাস তাই দেখিয়েছেন। যৌবন সৌন্দর্যে বিকশিত শকুন্তলা মর্ত্য প্রেমের আকর্ষণে বন্দিনী। কিন্তু এই প্রণয় রাগ শকুন্তলাকে প্রশান্তি দিতে পারেনি। দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানে বোঝা গেল কামনা লিপ্ত প্রেম চিরকালীন কল্যাণ বহন করতে পারে না। পতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শকুন্তলা ব্রত সাধনায় নিজেকে যুক্ত করেছে। এই তপস্যার মাধ্যমে যে মিলন হয়েছে তা কল্যাণপদ ও চিরন্তন হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তির মাধ্যমে যে মিলন হয়েছে তা ক্ষণস্থায়ী। দুষ্মন্ত চরিত্রের মধ্যে এই জাতীয় ভাব আছে।

অনুতাপের আগুনে তার চিও শুদ্ধি ঘটেছে, আত্মগ্লানিতেই তার প্রায়শ্চিত্ত সাধন ঘটেছে, কামনার কলুষ দগ্ধ হয়েছে। তখন তিনি সাধক প্রেমিকে পরিণত হয়েছেন এবং মালিন্য থেকে মঙ্গলধন্য স্বর্গলোকের পবিত্রতায় উন্নীত হয়েছেন।

এইভাবে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক থেকে নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধ হওয়ার চিত্র অংকন করেছেন। বাইরে থেকে তাকে ছাই চাপা দিয়ে ঢেকে রাখেননি। অভ্যন্তরীক কী উত্তাপে ও পোষণে অঙ্গার হীরক হয়ে ওঠে। কালিদাস তাই দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না। এইভাবে সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নি সৎকার করে তবে নাটকখানি সমাপ্ত হয়েছে। শকুন্তলা নাটকে কালিদাস সেই স্বর্গচ্যুতি থেকে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্তটাই বিবৃত করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন –

“শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।”

স্বর্গ ও মর্ত্যের এই যে মিলন কালিদাস তা অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্বাভাবিকভাবেই করেছেন-

“ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্ত্যের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়েছেন যে, মাঝে কোন ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না।”